আমি গর্বিত আমি মেহেরপুরের

এই কর্মময় যান্ত্রিক জীবনে চলার পথে কত মানুষের ভালোবাসা, সাহস ও পরামর্শে জীবন আলোকিত হয়, তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আজকের দিনে আমাদের অনেকের থাকে না। মানুষ তার শেকড়, পরিবার ও সমাজ এমনকি নিজের কাছে থেকেও ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ভুলে যায় নিজ পরিচয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কেনো জানি তার বিপরীতটা হয়েছে। প্রায় একযুগ হয়ে গেলো দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এসেছি । কখনো কাজের প্রয়োজনে বা একান্ত ব্যক্তিগত প্রশান্তির জন্য বহুদেশ ঘুরেছি কিন্তু আমার দেশের মতো আমার মেহেরপুরের মতো এতোটা শান্তি আমি উপলব্ধি করতে পারিনি। এতটো অনুপ্রেরণা আমি আর কোথা থেকে পাইনি ।

আমি যতোটা গর্বিত বাংলাদেশী হয়ে ততোটা গর্বিত মেহেরপুরের হয়ে যদিও বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের ছোট্ট একটি জেলা আমাদের মেহেরপুর। তবে এ জেলার রয়েছে প্রায় ২ হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। রয়েছে রাজনৈতিক গুরুত্ব। আমি খুব অহংকার করে বলতে পারি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনায় মেহেরপুরের মুজিবনগর সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করেছে। আমার এ জেলার ইতিহাস হয়েছে অত্যন্ত দীপ্ত গৌরবোজ্জ্বল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মেহেরপুর জেলায় মুজিবনগরের বিশাল আম্রকাননের ছায়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং মেহেরপুরের মুজিবনগরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করে। আর সেই দিনই বঙ্গবন্ধুর নাম অনুসারে এই জায়গার পূর্বনাম বৈদ্যনাথতলা পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় মুজিবনগর।

প্রাচীন আমল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে নানান স্থাপনা।তাছাড়া সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংস্কৃতিক সব মিলিয়ে ইতিহাস এবং ঐতিহ্য বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদের আদলে এখানকার বসতিগুলো গড়ে উঠেছে ভৈরব, কাজলা, ছেউটি, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদীর উভয় তীরে অপেক্ষাকৃত উচূঁ জায়গায় এবং আধুনিককালে সড়কপথের দুধারে। এ ছাড়া বিল বা হাওড় অঞ্চলে পুঞ্জিভূত বা গুচ্ছ বসতিও দেখা যায়। আবাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শহর ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলোতে ৮৪% এবং গ্রামীণ জনপদে ৪২% পাকা ও সেমিপাকা আবাসন লক্ষ্য করা যায় ।

বাংলারেশের দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থান গুলোর মধ্যে ও আমাদের মেহেরপুর অনেকটা পরিচিত তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ, মেহেরপুর শহরের কবরস্থান, ভাটপাড়া ও আমঝুপি নীলকুঠি, ভবানন্দপুর মন্দির, বল্লভপুর চার্চ, ভবরপাড়া রোমান ক্যাথলিক চার্চ, নায়েব বাড়ি মন্দির, বাঘুয়াল পীরের দরগা ইত্যাদি।

আমাদের মেহেরপুরে রয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে জড়িত বহু মুক্তিযোদ্বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব লেখক কবি সাহিত্যিক ধর্মসংস্কারক এবং ক্রীড়াঙ্গনে বহুলোক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের ভিতরে উল্লেখযোগ্য এম. এ. হান্নান – মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত; মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সংসদ সদস্য মরহুম ছহিউদ্দীন আহম্মদ, সাবেক সাংসদ ভাষাসৈনিক মরহুম আহমদ আলী, এমএনএ মরহুম নুরুল হক। ছাত্রনেতা আব্দুল মান্নান, এম এ এস ইমন যিনি মেহেরপুর প্রতিদিন নামে একমাত্র পত্রিকার একজন সফল প্রকাশক। শাহ আলম – ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত; ইমরুল কায়েস- ক্রিকেটার, বাংলাদেশ জাতীয় দল।আশরাফ মাহমুদ বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। সিলন সুপার সিংগার প্রথম রানার্স আপ সুমনা রহমান। সফটওয়্যার আবিষ্কারক সাদ্দাম হোসেন।দীনেন্দ্রকুমার রায় – লেখক; কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক রফিকুর রশিদ, আব্দুল্লাহ আল আমিন, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, মোজাফ্ফর হোসেন, সাংবাদিক কবি রফিকুল আলম যার লেখা কবিতা আমাজন ডট কমেও পাওয়া যায়। স্বামী নিগমানন্দ – ধর্মসংস্কারক; আবদুল মোমিন – বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের নেতা; ওয়ালিল হোসেন – বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। অরো অনেক গুনীজন আছেন এই আমার প্রিয় মেহেরপুর জেলায়।

বর্তমানে স্বাধীনতার পর এই প্রথম আমরা পেয়েছি জনাব ফরহাদ হোসেনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে। অনেক কৃতি সন্তানের মধ্যে আমরা পেয়েছি একজন রাষ্ট্রদূত জনাব জাহাঙ্গীর আলমকে। যিনি এখন উজবেকিস্তানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্ব্বল দৃষ্টান্ত হলো আমাদের জেলা যেখানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনপ্রতিনিধি সহ সমস্ত জনগণ সুস্থ সুন্দর ভাবে জীবনযাপন করে। আমাদের এই গৌরবগাঁথা মেহেরপুরের সুন্দর স্মৃতি ও অহংকার নিয়ে বাস করি আমেরিকাতে আর মন পড়ে থাকে মেহেরপুরে। এই কারলেই আমি গর্বিত আমি মেহেরপুরের।

মেহেরপুরে একযোগে ২৭ বিটে উঠান বৈঠক

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরের ২৭ বিট পুলিশিং কার্যালয়ে একযোগে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ইভটিজিং প্রতিরোধকল্পে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে শ্যামপুর ইউনিটের প্রায় ২শতাধিক নারী-পুরুষ নিয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুরের শ্যামপুর বিটে পুলিশ সুপার এ উঠান বৈঠকের সূচনা করেন।

পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আইন প্রণয়ন করেছেন। সরকারের পাশাপাশি সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের উচিত নিজে থেকে সচেতন হওয়া। গ্রামের মানুষকে সচেতন করে তোলা, নারীদের নিরাপত্তা এবং সুবিচারের লক্ষ্যে আমাদের এই বিট পুলিশিং কার্যক্রম। এছাড়াও তিনি বলেন, আমি আপনাদের সেবা করতে এসেছি। পুলিশি সহায়তা আপনাদের দোর গোড়ায় পৌছে দিতে আমরা কাজ করে চলেছি।

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল আনাম বকুল, গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম।

শ্যামপুর বিট ইনচার্জ শরিফ হাবিব এসময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহবায়ক মতিয়ার রহমান মতি।

গাংনীতে নিখোঁজ সেই ভিক্ষুকের

মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে চিকিৎসা নিতে আসা নিখোঁজ ভিক্ষুক জোহরা খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকাল ৮ টায় উপজেলা পরিষদের মধ্যে আনসার ভিডিপি অফিসের সামনে থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। জোহরা খাতুন গাংনী উপজেলার রাইপুর গ্রামের মৃত তাহাজ উদ্দীনের মেয়ে।
গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, শুক্রবার সকাল ১১ টায় কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার খলিশাখুন্ডি বাজার এলাকায় ভিক্ষা করতে গিয়ে পাখি ভ্যানের ধাক্কায় আহত হয়। জনৈক্য এক ভ্যান চালক গাংনী রাজা ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে ভ্যান চালক ও ভিক্ষুক জোহরা খাতুন নিখোঁজ হন। সকালে স্থানীয়দের সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদের মধ্যে থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ধারনা করা হচ্ছে অজ্ঞাত সেই ভ্যান চালক রাতের আধারে বৃদ্ধা জোহরা খাতুনের মরদেহ ফেলে রেখে যেতে পারে।
রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হযরত আলী জানান,পাখিভ্যানের ধাক্কায় জোহরা খাতুন আহত হয়েছে। এমন সংবাদ পেয়ে খলিশাখুন্ডি সহ পার্শবর্তী এলাকায় শুক্রবার রাত ১১ টা পর্যন্ত সন্ধান করেও তার পাওয়া যায়নি। পরে শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদের মধ্যে মরদেহ রয়েছে বলে জানতে পেরেছি।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান,উপজেলা পরিষদের মধ্যে আনসার ভিডিপি কার্যালয়ের সামনে অজ্ঞাত এক বৃদ্ধা মহিলার লাশ পড়ে আছে এমন সংবাদ পেয়ে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
উল্লেখ্য: চিকিৎসা নিতে এসে শুক্রবার দুপুর ১ টায় রাজা ক্লিনিকের সামনে থেকে নিখোঁজ হন। জোহরা খাতুন। কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার খলিশাখুন্ডি বাজার এলাকায় ভিক্ষা করতে গিয়ে পাখি ভ্যানের ধাক্কায় আহত হয়।

মেহেরপুরে নতুন ৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সকলেই সদরের।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ জনের নমুনা পরীক্ষায় রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ১২ জনের। আর পজেটিভ আসে ৩ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৩৩৮ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৩৮ জন, মৃত্যু ১৬, ট্রান্সফার্ড ৫১ জন। বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২০ জন । এদের মধ্যে সদরে ৫ জন, মুজিবনগরে ১২ জন এবং গাংনীতে ৩ জন। সুস্থ হয়েছেন সুস্থ্য= ৫৪৭ জন। এদের মধ্যে সদর ২৮৮, গাংনী ২০৪, মুজিবনগর ৫৫।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা হলেন- সদর হাসপাতালের রহিমা আক্তার (৩১), ওয়াতন নেছা (৪৫) এবং শহরের মিয়া পাড়ার মোস্তাক আহমেদ (৪৫)।

শাহজালালে ৩৮ হাজার ইয়াবা জব্দ

রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিপুল ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে গার্মেন্টস পণ্যের ভেতরে লুকিয়ে রাখা ৩৮ হাজার ৯০০টি ইয়াবা টেবলেট জব্দ করে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বাহিনী এভসেক।

বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন তৌহিদ-উল আহসান শুক্রবার সকালে গণমাধ্যমকে এ কথা জানান। তিনি বলেন, রফতানি কার্গোর নিরাপত্তা স্ক্রিনিংয়ের সময় বিমানবন্দরের এভসেক সদস্যরা গার্মেন্টস পণ্যের সঙ্গে আনুমানিক ৩৮ হাজার ৯০০টি ইয়াবা জব্দ

করেন।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

একটি সূত্র জানায়, বিমানবন্দরে সৌদিগামী রেডিমেট গার্মেন্টসের রফতানি পণ্য চালানের ৩টি কার্টন থেকে ইয়াবাগুলো জব্দ করা হয়। এগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ১৬ লাখ টাকা।

বিল অব এক্সপোর্ট অনুযায়ী পণ্য চালানের রফতানিকারক এমএস সিয়াম অ্যান্ড সমি এন্টারপ্রাইজ এবং ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে খিলগাঁও পশ্চিমপাড়া। আর আমদানিকারক হিসেবে লেখা রয়েছে সৌদি আরবের অ্যাপারিজ ইন্টারন্যাশনাল ইস্ট, যেখানে ঠিকানা দেয়া হয়েছে রিয়াদের আল ওয়াজির ট্রেডিং সেন্টার।

মারুফুর রহমান জানান, পণ্য চালানটি আটকের পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরকে জানানো হলে তাদের প্রতিনিধি এসে ইয়াবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এ বিষয়ে কাস্টম এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কাউকে এখনও আটক করা সম্ভব হয়নি।
সূত্র- যুগান্তর

মেহেরপুরে গৃহবধুকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দিতে গরম পানি দিয়ে ঝলসিয়ে রুবিনা খাতুন (২০) নামের এক গৃহবধুকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। তবে পরে এটি আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত স্বামী মিলন হোসেন।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বামন্দি পশ্চিমপাড়ায় ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে। গৃহবধুর মনিকা নামে ২ বছরের একটি কণ্যা সন্তান রয়েছে। তার স্বামী মিলন হোসেন বেসরকারি এনজিও সংস্থা ওয়েভ

ফাউন্ডেশনের মাঠ কর্মকর্তা হিসেবে ওই এলাকায় কর্মরত রয়েছেন। অভিযুক্ত মিলন মেহেরপুর সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের হাতেম আলীর ছেলে। নিহত রুবিনা একই উপজেলার ট্যাঙ্গারমাঠ গ্রামের মৃত রবগুল হোসেন মেয়ে। চার বছর আগে পারিবারিকভাবে তাদের বিয়ে হয়।

এদিকে এ ঘটনার পর শুক্রবার সকাল থেকে স্বামী মিলন হোসেন, শাশুড়ি সিফারা খাতুনসহ পরিবারের সদস্যরা আত্মগোপনে রয়েছেন।
স্থানীয়রা জানান, উভয়ের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি ছিল। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন বিষয় গন্ডগোল হত। এক পর্যায়ে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে। এর পরপরই স্থানীয় প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হুদা ক্লিনিকে নিয়ে যায়। হুদা ক্লিনিক থেকে তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রুবিনাকে মৃত ঘোষনা করেন।

বামন্দির হুদা ক্লিনিকের মালিক নুরুল হুদা জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১০টার পরে রুবিনাকে দগ্ধ অবস্থায় তার স্বামী ও প্রতিবেশীরা নিয়ে আসলে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। পরে আমরা তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠাই। তবে আসল ঘটনাকি তা তদন্ত করলে বোঝা যাবে। তিনি আরো জানান, তিনি সহ স্থানীয় প্রতিবেশীদের সামনে রুবিনা স্বীকারোক্তি দেন ঝগড়ার এক পর্যায়ে সে নিজেই শরীরে আগুন লাগিয়েছে।

এদিকে, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলসহ মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালায়। সেখানে পৌছানোর আগেই মিলনসহ তাদের পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে যায়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক সৈয়দ কবির জন জানান, হাসপাতালে পৌছানোর আগেই ওই গৃহবধুর মৃত্যু হয়েছে। তবে তার শরীরে কেরোসিন বা পেট্রোলের কোন আলামত পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে গরম পানিতে শরীরের পুরো অংশ ঝলসে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে।

রুবিনার মামা আব্দুল জাব্বার অভিযোগ করে বলেন, বিভিন্ন সময় মিলন যৌতুক দাবি করতো মেয়ের কাছে। মেয়ের বাবা-মা কেউ নেই । নানির বাড়ি থেকে মানুষ। মামারা বিভিন্ন যায়গায় থেকে টাকা ম্যানেজ করে ৪৯ হাজার টাকা যৌতকু দেয়। কয়েকদিন আগে আবার টাকা চায় জমি কেনার

কথা বলে। এই কথা রোজীনা তার নানিকে এসে বললে গরিব মানুষ টাকা কোথায় পাব। পরে ম্যানেজ করে দেব। তারপরে আজ সকালে শুনে হাসপাতালে এসে দেখি মেয়েকে গরম পানি ঢেলে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে মিলন। আমরা এ হত্যাকান্ডের উপযুক্ত বিচার চাই।

রুবিনার নানি হালিমা খাতুন জানান, রুবিনা ছোট থাকতেই তার বাবা- মা দুজনেই মারা যায়। তার পর থেকে তাকে আমি মানুষ করে বড় করি। বছর চারেক আগে সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের হাতেম আলীর ছেলে মিলন হোসেনের সাথে বিয়ে দিই। বিয়ের পর থেকে মিলনের মা সিফারা খাতুনের কথাশুনে মিলন বিভিন্ন সময় আমাদের সাথে টাকা দাবি করতো। অশান্তির এক পর্যায়ে তারা বামন্দিতে বাসা ভাড়া নিয়ে চলে যায়। সেখানো প্রতি সপ্তাহে মিলনের মা গিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে। মিলনকে ফুঁসলিয়ে শুধু টাকা দাবি করে রুবিনার কাছে।
তবে অভিযুক্ত মিলন হোসেন আত্মগোপনে থাকায় তার সাথে যোগাযোগ করা যায়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম জানান, এসপি মহোদয়ের নির্দেশে প্রাথমিক তদন্ত করি। আমরা চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি গরম পানি দিয়ে ঝলসে যাওয়ার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে আসল রহস্য জানা যাবে।

সাংবাদিক মুজাহিদ মুন্নার মায়ের ইন্তেকাল

দৈনিক দেশ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মুজাহিদ মুন্নার মা মিনারা খাতুন (৪৫) ইন্তেকাল করেছেন(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ১১টার দিকে মাগুরা জেনারেল হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

কয়েকদিন আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অবস্থার অবনতি হলে বৃহস্পতিবার বিকালে চিকিৎসক তাকে ঢাকা হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে রেফার্ড করেন।

সেখানে নেওয়ার পথে মাগুরা পৌছালে অবস্থা আরো খারাপ হলে তাঁকে মাগুরা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে রাত সোয়া ১১ টার দিকে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।

মুজাহিদ মুন্না তাঁর বড় ছেলে। ছোট ছেলে মেহেরাব হোসেন অপিও সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। বছর দুয়েক আগে একই রোগে তার বাবাও মারা যান। অল্প বয়সে বাবা-মা দুজনকে হারালেন মুজাদিহসহ তার ছোট ভাই বোনেরা।

মুজাহিদ মুন্নার মায়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ পরিবারের সকল সদস্য শোকাহত। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শৈলকুপায় পুকুরের পানিতে ডুবে দুই ঘণ্টার ব্যবধানে দুই শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পানিতে ডুবে দুই ঘণ্টার ব্যবধানে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শৈলকুপায় পুকুরের পানিতে ডুবে ১৮ মাস বয়সী ফাহিম হোসেন ও আদিব হাসান নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) সকালে উপজেলার সারুটিয়া ইউনিয়নের ব্রহ্মপুর ও কৃষ্ণনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত শিশু ফাহিম ব্রহ্মপুর গ্রামের রাজীব হাসান ও আদিব কৃষ্ণনগর গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে।

মুজিবনগরে দশদিন ব্যাপী আনসার ভিডিপি প্রশিক্ষন শেষে সনদ বিতরন

মুজিবনগরে গ্রাম ভিত্তিক অস্ত্র বিহিন আনসার ভিডিপি ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহীনির দশ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরন করা হয়েছে।বৃহস্প্রতিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ সকল সনদ বিতরন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আনসার ভিডিপি কমান্ডান্ট অফিসার রাকিবুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র বিতরন করেন। এ সময় মুজিবনগর উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার মিরাজুল ইসলাম,উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষিকা ফেরদ্রোসী আরা, ইউনিয়ন দলনেতা আবুল কাশেম, ইউনিয়ন দলনেত্রী তানিয়া খাতুন(তহুরা) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
১০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে বাগোয়ান ইউনিয়নের ১,২,৩ ওয়ার্ডের মোট ৬৪ জন পুরুষ- মহিলা প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহন করেন।

প্রশিক্ষনের দশ দিনে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমসহ উপজেলা বিভিন্ন অফিসার বৃন্দ প্রশিক্ষক হিসাবে সকল সদস্যদের প্রশিক্ষন গ্রহন করান।

ব্যাগভর্তি স্বর্ণের বার জব্দ শাহ আমানতে

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটের আসনের নিচ থেকে সোনার একটি বড় চালান আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিমানবন্দর কাস্টমস ও এনএসআই টিম পরিত্যক্ত অবস্থায় চালানটি আটক

করে।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের ডেপুটি কমিশনার রোকসানা খাতুন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বিজি১৪৮ ফ্লাইটের সিটের নিচে প্লাস্টিকের ব্যাগে স্বর্ণের বার পাওয়া গেছে। এখন গণনা করা হচ্ছে। চালানটিতে আনুমানিক ১৬০টি সোনার বার থাকতে পারে বলে জানান তিনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন